কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫৯ ❑ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ❑ ১৭ পৌষ-১৫ ফাল্গুন, ১৪৩২ ❑ ১১ রজব-১০ রমজান, ১৪৪৭

বিএডিসি'র মধুপুর বীজ উৎপাদন খামারে বোরো ধানবীজ উৎপাদন কার্যক্রম

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ আজিজুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী

মোঃ ইউসুফ আলী
সদস্য পরিচালক (সেচ)

মোঃ ওসমান ভুইয়া
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)

মোঃ মজিবর রহমান
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)

সৌরেন্দ্র নাথ সাহা
সদস্য পরিচালক (অর্থ)

আবু জাফর রাশেদ
সচিব

সম্পাদনায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ, ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
এস এ এম সাঈব
জনসংযোগ কর্মকর্তা

মুদ্রণে : এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন
১১২/২ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৯৭১৭৮৮৫৩৩

সম্পাদকীয়

হানাদার কথাটা শুনলেই বুক যেন আঁতকে ওঠে। ভয়ে শিহরিত হয়ে ওঠে সারা শরীর ও অন্তর। যেন পাষন্ড, বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। বলছি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কথা। ২১ ফেব্রুয়ারি ও ২৬ মার্চ যেন আমাদেরকে সেই নিষ্ঠুরতা, নির্যাতন ও চাপিয়ে দেওয়ার জুলুমকে মনে করিয়ে দেয়। বাংলা আমাদের প্রাণের ভাষা, প্রাণের দাবি। তাই বাংলা ভাষায় কথা বলতেই প্রকাশ পায় জাতির আপন সত্তা, স্বাতন্ত্র্যবোধ ও ফুটে ওঠে বাংলাদেশের সংস্কৃতি। আর এ কারণেই কবি অতুলপ্রসাদ সেন গভীরভাবে উপলব্ধি করে ব্যক্ত করেছিলেন সেই কথাটি "মোদের গরব মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা"। এই বাংলা ভাষাকে পুরো আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে চেয়েছিলো পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার। কিন্তু কেড়ে নিতে দেয়নি আমাদের সন্তানরা। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এ দেশের ছাত্র সমাজ ও ছাত্র জনতা। হানাদার বাহিনী ছাত্র জনতার আন্দোলন রুখতে নির্বিচারে গুলি চালায়। আর এই গুলিতে বুক পেতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে রফিক উদ্দীন আহমদ, আব্দুল জব্বার, আবুল বরকত ও আব্দুস সালাম প্রমুখরা। তাদের আত্মত্যাগের কাছে হার মানে সেই পৈশাচিক হানাদার বাহিনী। বাংলা ভাষা মায়ের ভাষাকে সেইদিন কেড়ে নিতে পারেনি। মূলত; সেই আত্মত্যাগেই জাতির জাগ্রত হয় আত্ম চেতনাবোধ। পাকিস্তানি বাহিনীর সেই জুলুম, নির্যাতন ও পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এ দেশের মানুষকে একতাবদ্ধ করে। তখন থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে এ জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ ও পালন করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

ভেতরের পাতায় ....

কৃষি উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী-কৃষিমন্ত্রী....................৩
সরকার সারা দেশে খাল খননের পরিকল্পনা নিয়েছে-তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী....................৪
কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীকে বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের অভিনন্দন ও ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন.........৫
বিএডিসি'র নবযোগদানকৃত চেয়ারম্যানের মতবিনিময়র সভা অনুষ্ঠিত....................৬
মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান....................৭
নতুন সরকারের সামনে কৃষি খাত ঘিরে প্রত্যাশা....................৮
বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪২তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান -২০২৬ উদযাপিত........৯
১৩ থিম্যাটিক এরিয়ায় গড়ে উঠবে ভবিষ্যতের কৃষি....................১০
মুরাদনগরে বিএডিসি'র সানসাইন আলুর বাম্পার ফলন....................১১
উন্নতমানের বীজ উৎপাদনে বিএডিসি'র সাফল্য....................১২
বদলে যাচ্ছে সেচব্যবস্থা: বৃষ্টির মতো জমিতে পানি ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে....................১৩
দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে বিএডিসি কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে....................১৪
বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন আশুগঞ্জ-পলাশ সবুজ প্রকল্প অনুমোদন....................১৫
বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির মাধ্যমে রাশিয়া থেকে উপহার হিসেবে ৩০,০০০ মে. টন সার পেল বাংলাদেশ..........১৬
আগামী দুই মাসের কৃষি....................১৭

যারা যোগায়
ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ই-মেইল : prdbadc@gmail.com , ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

কৃষি উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী-কৃষিমন্ত্রী

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এই তিনটি খাত দেশের অর্থনীতির মূলভিত্তি। সমন্বিত পরিকল্পনা ও কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ খাতগুলোর উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি আরও শক্তিশালী এবং টেকসই করতে চান মাননীয় কৃষি, খাদ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি। এ সময় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব সুলতান সালাউদ্দিন টুকুও উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, 'কৃষি উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বিশ্বাস করেন, দেশে কৃষির উন্নয়ন হলে প্রধান অর্থনীতি স্থিতিশীল হবে। বিশ্বের অনেক দেশ বছরের ছয় থেকে আট মাস বরফে আচ্ছাদিত থাকে। তবু তারা উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। অথচ বাংলাদেশ এমন একটি দেশ, যেখানে ১২ মাস ফসল উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া ও উর্বর জমি আমাদের বড় সম্পদ। বাংলাদেশকে সেরা ও সুন্দর রাষ্ট্রে পরিণত করতে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'মাছ ও ভাত বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। পৃথিবীর যেখানেই বাঙালি যান না কেন, তিনি ভাত ও মাছের স্বাদ খোঁজেন। এটি আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশ। সংশ্লিষ্ট সব অভিজ্ঞ কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে কৃষি উৎপাদনে বিশ্বে একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছে দিতে হবে। সরকার জনকল্যাণে আন্তরিক। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে আমরা দায়িত্ব পালন করছি। দেশের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কৃষিপণ্য রপ্তানির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত। তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। দুর্নীতিমুক্ত ও পেশাদারিত্বপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে সম্মিলিতভাবে কাজ করলে ইতিহাস সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

মাননীয় কৃষি, খাদ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি। অতীতে রাষ্ট্র পরিচালনায় যে সীমাবদ্ধতা ছিল, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান সরকার সর্বোচ্চ সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি আরও বলেন, দেশের খাল-বিল, নদী-নালা, জলাশয়গুলো মৎস্যসম্পদের মূল ভাণ্ডার। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অনেক জলাশয় ভরাট ও দখল হয়ে গেছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এসব জলাশয় চিহ্নিত করে পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে মন্ত্রণালয় থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা দেওয়া হবে। পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে খাতভিত্তিক বৈঠকের মাধ্যমে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীও কৃষি উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন এবং বিশ্বাস করেন যে কৃষির উন্নয়নই টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন অধিদপ্তর ও দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সংকলিত : দৈনিক দেশ রূপান্তর
১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে বিদেশে রফতানির লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার - কৃষি প্রতিমন্ত্রী

দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার পাশাপাশি উদ্বৃত্ত খাদ্য বিদেশে রফতানির উপযোগী করে তুলতে বর্তমান সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে খরিপ-১ মৌসুমে পাট ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে পাটবীজ, সার ও কৃষি সরঞ্জাম বিতরণ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, টাঙ্গাইল সদর।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, টাঙ্গাইল সদরের একটি বৃহৎ অংশ চরাঞ্চল। চর এলাকার উন্নয়নে সরকার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবে। তিনি জানান, চরের অনেক পতিত জমি রয়েছে। এসব জমি চাষাবাদের আওতায় আনা গেলে প্রান্তিক কৃষকরা উপকৃত হবেন, পাশাপাশি আশেপাশের জেলাগুলোতেও খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে।

সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি আমরা উদ্বৃত্ত খাদ্য বিদেশে রফতানি করতে সক্ষম হবো, ইনশা-আল্লাহ। সেই লক্ষ্যেই আমাদের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, এই প্রথম চরাঞ্চলে সেচযন্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পাটবীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের পর্যাপ্ত সার মজুত রয়েছে। কৃষকরা যেন সঠিকভাবে সার পায়, সে জন্য সর্বোচ্চ তদারকি করা হচ্ছে। সার পেতে কারও কোনো অসুবিধা হবে না।

টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক জনাব শরীফা হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ চর এলাকায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী) এর পরিচালক জনাব জিয়াউর রহমান।

সংকলিত : দৈনিক ইনকিলাব
১ মার্চ ২০২৬

সরকার সারা দেশে খাল খননের পরিকল্পনা নিয়েছে -তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

বরিশালের গৌরনদী উপজেলার সরিকল ইউনিয়নে কাপলাতলী খাল পুনঃখনন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এম জহির উদ্দিন স্বপন এমপি

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এম জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, জিয়াউর রহমানের খাল খনন কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির যে সুফল মিলেছিল, তা প্রমাণিত। পরবর্তীকালে খালগুলো ভরাট ও নাব্যতা হারানোর কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ফলে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে আবারও খাল খনন কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে জোয়ার-ভাটার পানি সরাসরি কৃষকের জমিতে পৌঁছাবে।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে নিজ নির্বাচনী এলাকা বরিশালের গৌরনদী উপজেলার সরিকল ইউনিয়নে খাল খনন কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মাননীয় মন্ত্রী আরও বলেন, “আমরা কোনো দলীয় সরকার বা দলীয় রাষ্ট্র গঠন করব না, আমরা জনগণের সরকার গঠন করব।” বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গৌরনদীর সরিকল ইউনিয়নের কাপলাতলি খাল পুনঃখনন করা হবে বলে জানান তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আমলা ও পুলিশকে জনগণের জন্য কাজ করার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী জানান, সরকার সারা দেশে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। শিগগিরই এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে।

তিনি আরও বলেন, শিল্পায়নের কারণে দেশে বনায়ন ও সবুজায়ন কমে যাচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে জলবায়ু ও পরিবেশের ওপর। এ কারণে খালের দুই পাশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, “তারেক রহমানকে ১৭ বছর দেশের বাইরে রাখা হয়েছিল। দীর্ঘ সময় পর দেশে ফিরে মাত্র ৫৭ দিনের মধ্যেই জনগণ তাকে প্রধানমন্ত্রী ও জাতির নেতা হিসেবে নির্বাচিত করেছে।”

তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ক্ষমতায় আসার আগে যেসব পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন, সরকার গঠনের পর সেগুলোর বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বরিশাল বিএডিসির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী চঞ্চল কুমার মিস্ত্রি, বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সৈয়দ ওয়াহিদ মুরাদ, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সেকেন্দার শেখ প্রমুখ।

সংকলিত: দৈনিক আমার সংবাদ
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

খাল পুনঃখনন কর্মসূচির উদ্বোধন শেষে মোনাজাত করছেন মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

কৃষির উন্নয়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করব: কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষি, খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী আমিন উর রশীদ বলেছেন, আমরা সারা দেশের কৃষি উন্নয়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করব। আমি একজন কৃষক, আমি ভালো করেই জানি কীভাবে ধান ফলাতে হয়। সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে কুমিল্লা অঞ্চলে ড. আখতার হামিদ খান সর্বপ্রথম কৃষিকে আধুনিকতার ছোঁয়া দিয়েছেন। কৃষিতে আখতার হামিদ খান উদ্ভাবিত 'কুমিল্লা মডেল' এখনো দেশ-বিদেশে সমাদৃত। গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে কুমিল্লা সার্কিট হাউজে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন পর সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার এসেছে। জনগণের অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা এ সরকারের কাছে। সরকার এসব লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে। আগামীর বাংলাদেশ হবে বাক্-স্বাধীনতা এবং সমৃদ্ধির।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, আমি সরকারি বেতনভাতা নিই না, সরকারি গাড়ি ব্যবহার করি না, তেল খরচও নিই না। আগামীতেও করব না। তিনি বলেন, কুমিল্লার ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে চাই। শিক্ষানগরী হিসাবে কুমিল্লাকে গড়ে তুলতে চাই।

সংকলিত : দৈনিক যুগান্তর
২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীকে বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের অভিনন্দন ও ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি, খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ ও একই মন্ত্রণালয়সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব সুলতান সালাউদ্দিন টুকু এমপি কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম। গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অভিনন্দন ও ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়।

কৃষি, খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আমিন উর রশীদকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম

কৃষি, খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব সুলতান সালাউদ্দিন টুকু এমপিকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম

বিএডিসি'র নবযোগদানকৃত চেয়ারম্যানের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর নব যোগদানকৃত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে কৃষি ভবনে আগমন করেন। তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে সদর দপ্তরস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

পরবর্তীতে তিনি উইং প্রধান ও বিভাগ প্রধানদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বিএডিসি'র কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মজিবর রহমান পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। অন্যদিকে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বিএডিসি'র সাফল্য, অর্জন তুলে ধরার পাশাপাশি বিএডিসি'র সীমাবদ্ধতা সর্ম্পকেও তুলে ধরেন।

নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান এ পর্যায়ে তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ইনফ্যাক্ট আমি

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র নবযোগদানকৃত চেয়ারম্যান

কথার চেয়ে কাজ করতে বেশি ভালোবাসি। কাজের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে আমাদের পারস্পরিক আলোচনা ও মতবিনিময়ের পরিসীমা বৃদ্ধি পাবে। বিএডিসি একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। এর সেবার পরিধি সমগ্র বাংলাদেশে প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও টেকসই কৃষি উন্নয়নে সংস্থাটির কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এখানে কৃষির আধুনিকায়নসহ কৃষকের ও দেশের সামগ্রিক কৃষি-অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেক কাজ করার সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে । তিনি আরো জানান যে, দেশের কৃষিক্ষেত্রে রয়েছে বিএডিসি'র এক অনন্য অবদান। তিনি বলেন, সাফল্য শুধু একার উপর নির্ভর করে না; সাফল্য নির্ভর করে সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার উপর।

সুতরাং বিএডিসিকে আরো এগিয়ে নিতে তিনি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সততার সাথে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি প্রত্যেকের দাপ্তরিক কাজ সম্পদানকে পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে বর্ণনা করে উল্লেখ করেন যে, আমরা সবাই প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের প্রধান কাজ হচ্ছে জনগণকে আইনানুগ সেবা দেয়া, সরকারের নীতি-পলিসি বাস্তবায়ন করা। সংবিধান অনুযায়ী আমরা ২৪ ঘন্টাই প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। সরকারি কর্মচারী হিসেবে সরকারি চাকুরী আইন, আচরণ বিধিমালা, শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা অনুযায়ী আমাদের জন্য ডিসিপ্লিনড লাইফ পরিচালনা করা বাধ্যতামূলক। দাপ্তরিক কাজের প্রয়োজনে তিনি সবাইকে নিরলসভাবে কাজ করার আহবান জানান এবং আইন ও বিধি বহির্ভূত দাবি পেশ করা থেকে বিরত থাকতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বিএডিসি'র গতানুগতিক কার্যক্রমের বাইরেও জনকল্যাণে ইনোভেটিভ কর্মসূচি/পরিকল্পনা গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, দেশের সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিগুলোর সাথে সম্পৃক্ত বা সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজের তালিকা আমাদেরকে জরুরীভিত্তিতে প্রস্তুত করে বছরভিত্তিক বাস্তবায়ন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

চেয়ারম্যান আরো জানান, আমরা যারা বিএডিসিতে কাজ করি সবাই চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটা টিমের মতো। যেকোন কাজে পূর্ণাঙ্গ সফলতার জন্য চমৎকার টিম ওয়ার্ক দরকার। বিএডিসিতে অনেক অভিজ্ঞ, কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন ও কৃষিতে উচ্চতর ডিগ্রিধারী দক্ষ জনবল রয়েছে, আপনাদের যেকোন ইনোভেটিভ আইডিয়াকে আমি সবসময় ওয়েলকাম করব। তিনি বিএডিসি'র সকল বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে একটা টিমের সদস্য হিসেবে সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও কমিটমেন্ট নিয়ে প্রত্যেকের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে বিএডিসি'র ইমেইজ উন্নীত করার পাশাপাশি দেশের কৃষি খাতের উন্নয়নে অবদান রাখার অনুরোধ করেন ।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান হিসেবে মোঃ আজিজুল ইসলাম এর যোগদান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রেষণ-১ শাখার ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখের ১১৫ নং স্মারকের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী মোঃ আজিজুল ইসলাম (৬৪৯১) কে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান হিসেবে পদায়ন করা হয়। উক্ত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী মোঃ আজিজুল ইসলাম গত ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান পদে যোগদান করেন।

মোঃ আজিজুল ইসলাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১৮তম ব্যাচের একজন সদস্য এবং ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। বিএডিসিতে যোগদানের পূর্বে তিনি প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুগোল ও পরিবেশ বিভাগ থেকে বিএসসি (অনার্স) ও এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি যুক্তরাজ্যের Bedfordshire বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর নিজ জেলা গাজীপুর।

মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার কৃষ্ণপুরে ক্ষেত্রায়িত সৌরশক্তি চালিত লো-লিফট পাম্প পরিদর্শন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-এর চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন। যোগদান করেই তিনি সংস্থার বিভিন্ন উইংয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় তিনি বলেন যে, বিএডিসি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বর্তমানে কৃষি খাতের অবদান প্রায় ১২%। সুতরাং কৃষির উন্নয়নে অগ্রযাত্রা ও এর টেকসইরূপ নিশ্চিতকরণে বিএডিসিকে আরো কার্যকরভাবে কৃষি উপকরণ সরবরাহসহ অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় সেবা কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। বিএডিসি যে তিনটি উপকরণ তথা বীজ, সার ও সেচ সুবিধা কার্যক্রমে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে এগুলোর প্রত্যেকটিই সংবেদনশীল ও কৃষকের নিত্য অনুষঙ্গ। তিনি বিএডিসি'র প্রত্যেক কর্মকর্তাকে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও প্রতিশ্রুতি পূরণে স্বচ্ছতা ও পেশাদারিত্ব মনোভাব নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রেও নির্দেশনা প্রদান করেন।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে ঢাকার গাবতলীতে বিএডিসির মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন ভ্যাপার হিট ট্রিটমেন্ট প্রকল্পের কার্যক্রম, নির্মাণাধীন প্রি-ফেব্রিকেটেড সার গুদামসহ গাবতলীর আমিন বাজারে বিএডিসি'র সার লোডিং-আনলোডিং কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি বলেন, নির্মাণাধীন সার গুদাম কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে সার সংরক্ষণের দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং বিভিন্ন ঘাট হতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নির্ধারিত গুদামে সার পরিবহণের কাজটি যথাসময়ে সম্পাদন করতে হবে।

পরবর্তীতে চেয়ারম্যান "বৃহত্তর ঢাকা সেচ এলাকা উন্নয়ন" প্রকল্পের মাধ্যমে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার কৃষ্ণপুরে ক্ষেত্রায়িত সৌরশক্তি চালিত লো-লিফট পাম্প এবং জামিত্তা ইউনিয়নে পুনঃখননকৃত চাপরাইল খাল পরিদর্শন করে স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সেচ সুবিধা কার্যক্রম সম্প্রসারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খাল পুনঃখননের উদ্যোগ পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করা হবে। পুনঃখননের পূর্বে উপকারভোগী কৃষকের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে সঠিকভাবে খাল নির্বাচনের বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট সদস্য পরিচালক, প্রকল্প পরিচালকসহ বিএডিসি'র অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকার গাবতলীতে বিএডিসির মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন ভ্যাপার হিট ট্রিটমেন্ট প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম

নতুন সরকারের সামনে কৃষি খাত ঘিরে প্রত্যাশা

সংসদনির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর সরকার গঠন করল বিএনপি। নতুন সরকারের সামনে রয়েছে নানা প্রত্যাশা, আছে চ্যালেঞ্জ। দলটির নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় মাঠ পর্যায়ে এই খাত ঘিরে বড় আশা তৈরি হয়েছে। কারণ কৃষি খাতকে মনে করা হয় বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা, গ্রামীণ অর্থনীতি, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার মেরুদণ্ড।

বিশ্লেষকরা বলছেন, রাজনৈতিক বিজয় যত বড়ই হোক, কৃষির বাস্তবতা আরও বড়। জমি কমছে, উৎপাদন খরচ ও আমদানি-নির্ভরতা বাড়ছে, ন্যায্যমূল্য অনিশ্চিত। বিএনপির ইশতেহারের অঙ্গীকার কৃষক কার্ড, সরাসরি ভর্তুকি, সহজ ঋণ, কৃষি বীমা, বাজার সংস্কার যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে কৃষিতে একটি কাঠামোগত পরিবর্তনের সুযোগ তৈরি হতে পারে। এ জন্য দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা, বাজেট বরাদ্দ, জবাবদিহিতা এবং নীতির ধারাবাহিকতা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ৯টি অগ্রাধিকারভিত্তিক লক্ষ্য সামনে রেখে ৫১ দফা ইশতেহার ঘোষণা করে ছিলেন। দ্বিতীয় নম্বর অনুচ্ছেদেই রয়েছে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ। সেখানে 'কৃষক কার্ড' চালুর ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে ভর্তুকি, সহজ শর্তে ঋণ, কৃষি বীমা এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বাজারজাতকরণ জোরদারের কথা বলা আছে। শুধু ফসল চাষি নয়; মৎস্য চাষি, খামারি এবং কৃষিনির্ভর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারাও এ সুবিধা পাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

বিশ্লেষকদের বড় প্রত্যাশা একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি সংস্কার কমিশন। ১৯৮৮ সালে ইউএনডিপি এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে কৃষি খাতের পর্যালোচনা হয়েছিল। ১৯৯০ সালেও অর্থনৈতিক পর্যালোচনা হয়। সেই সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৯১-৯৬ মেয়াদে কৃষিতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়ে, সেচ সম্প্রসারণ হয়, সার ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আসে। এরপর দীর্ঘ ৩৫ বছরে আর কোনো সমন্বিত জাতীয় কৃষি পর্যালোচনা হয়নি।

কৃষি অর্থনীতিবিদ ড. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, নতুন সরকারের প্রথম কাজ হওয়া উচিত কৃষি সংস্কার কমিশন গঠন। মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা, উৎপাদন কাঠামো, বাজার, আমদানি-নির্ভরতা পর্যালোচনা করে একটি পথনকশা দরকার। সরকারকে ডাল, তেলবীজ, মসলা, সবজি মিলিয়ে অন্তত ২০ ধরনের পণ্য সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে কিনতে হবে। কমপক্ষে ২৫ শতাংশ লাভ নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন একটি মূল্য কমিশন।

অধ্যাপক এএইচএম সাইফুল ইসলাম মনে করেন, আমদানি-নির্ভরতা কমিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে না গেলে ভবিষ্যৎ ঝুঁকিতে পড়বে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে চাল ও গম আমদানিতে খরচ হয় ২০৬ কোটি ডলার। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৩০ কোটি ৬০ লাখ ডলারে। ডালের আমদানিও ৩৪ শতাংশের বেশি বেড়েছে। বীজের বড় অংশ আমদানিনির্ভর। পাট বীজের ৭০ শতাংশের বেশি, ভুট্টার প্রায় ৯০ শতাংশ, সবজির ৬০ শতাংশ, তেলবীজ ও মসলার বীজের ৮০ শতাংশের বেশি আসে বিদেশ থেকে। কীটনাশকের ৯০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। সেচযন্ত্রের ৮০ শতাংশই বিদেশি।

লাল তীর লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক কাজী ইমদাদুল হক বলেন, বীজ গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। দেশে উৎপাদন না হওয়া ফসলের বীজ আমদানি করে গবেষণার মাধ্যমে নিজস্ব সক্ষমতা তৈরি করতে হবে।

কীটনাশকেও বড় বৈষম্য রয়েছে। আমদানি করা কীটনাশকে শুল্ক ৫ শতাংশ, কিন্তু দেশীয় উৎপাদকের কাঁচামাল আমদানিতে ৫৮ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক। বাংলাদেশ এগ্রো কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, নীতিসহায়তা পেলে কীটনাশক শিল্প ওষুধ শিল্পের মতো এগোতে পারত। এখন আমদানি-নির্ভরতা ও কৃষকের খরচ বাড়ছে।

'কৃষক কার্ড' কি সরাসরি ভর্তুকি হিসেবে পৌঁছে দেওয়া যাবে? বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ড. মাহ্দী আমিন বলেন, কৃষক কার্ডের মাধ্যমে সেচ, সার, বীজ, কীটনাশকের ভর্তুকি সরাসরি কৃষকের কাছে যাবে। কোল্ড স্টোরেজ ও সাপ্লাই চেইন উন্নত করা হবে। বাজার সংস্কারের মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগী কমানো হবে।

এদিকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত ২৫ বছর মেয়াদি কৃষি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। 'ট্রান্সফরমিং বাংলাদেশ এগ্রিকালচার: আউটলুক ২০৫০' শীর্ষক এ পরিকল্পনা নতুন সরকারের জন্য দিকনির্দেশনামূলক ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে বলে জানিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়। পরিকল্পনার লক্ষ্য টেকসই, জলবায়ু সহনশীল ও বাজারমুখী কৃষি গড়ে তোলা। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে দেশের ১৪ কৃষি অঞ্চলে পরামর্শ সভার মাধ্যমে কৃষকসহ অংশীজনের মতামত নেওয়া হয়। পরিকল্পনায় বাস্তবায়ন রূপরেখা, বিনিয়োগ কাঠামো ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন, লক্ষ্য শুধু তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধান নয়; ২০৫০ সাল পর্যন্ত কৃষি খাতের একটি সুস্পষ্ট ভিশন বাস্তবায়ন করা। তাঁর মতে, আগামী ২৫ বছরে কৃষির রূপান্তর দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, গ্রামীণ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্কের (খানি) সাধারণ সম্পাদক নুরুল আলম মাসুদ বলেন, বর্তমান সরকারের কাছে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা সর্বোচ্চ জাতীয় অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। উৎপাদন খরচ বাড়ানো, ন্যায্যমূল্যের অনিশ্চয়তা এবং জলবায়ু ঝুঁকি বর্তমানে কৃষকের প্রধান চ্যালেঞ্জ। সমন্বিত ও তথ্যভিত্তিক জাতীয় কৃষি রূপান্তর নীতি প্রণয়ন জরুরি। স্বচ্ছ কৃষক ডেটাবেজ, সরাসরি ভর্তুকি, শক্তিশালী বাজার সমবায় ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্প সম্প্রসারণ কৃষকের আয় বাড়াবে। কার্যকর সরকারি ক্রয় ব্যবস্থা, ইউনিয়নভিত্তিক ক্রয়কেন্দ্র এবং আধুনিক সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত অবকাঠামো খাদ্য অপচয় কমাবে এবং ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করবে। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র কৃষকের জন্য সহজ অর্থায়ন, শস্য ও প্রাণিসম্পদ বীমা, জলবায়ু সহনশীল জাত এবং পানি সাশ্রয়ী সেচ ব্যবস্থা কৃষির স্থিতিস্থাপকতা জোরদার করবে।

সংকলিত: দৈনিক সমকাল
১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪২তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান -২০২৬ উদযাপিত

বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪২তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান -২০২৬ উদযাপিত হয়েছে।

গত ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত বিএডিসি স্টাফ কোয়ার্টার মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগীতাটি অনুষ্ঠিত হয়। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ ওসমান ভুঁইয়া বেলুন উড়িয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি জনাব সৌরেন্দ্র নাথ সাহা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সচিব জনাব আবু জাফর রাশেদ। ক্রীড়া প্রতিযোগীতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, বিএডিসি'র বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ, বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবকসহ স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও আবাসনে বসবারত কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) বলেন, উত্তম চরিত্র, দৈহিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলার কোন বিকল্প নেই। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলায় নিয়োজিত হয়ে দেশ গঠনের আহ্বান জানান। সকাল ৮ টায় অনুষ্ঠানটি শুরু হয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগীতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বেলুন উড়িয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ ওসমান ভুঁইয়া

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিসপ্লে প্রদর্শন করছেন স্কুলের শিক্ষার্থীবৃন্দ

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করছেন সদস্য পরিচালক (অর্থ) ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমটির সভাপতি জনাব সৌরেন্দ্র নাথ সাহা

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী ছাত্রদের একাংশ

১৩ থিম্যাটিক এরিয়ায় গড়ে উঠবে ভবিষ্যতের কৃষি

২০৫০ সালের বাংলাদেশ যেখানে কৃষি হবে আরও টেকসই, জলবায়ু সহনশীল, উদ্ভাবনভিত্তিক, বাজারমুখী এবং অধিক উৎপাদনশীল। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে ২৫ বছরের একটি দীর্ঘমেয়াদি দিকনির্দেশনামূলক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। 'ট্রান্সফরমিং বাংলাদেশ এগ্রিকালচার: আউটলুক ২০৫০' শীর্ষক এই পথনকশা শুধু উৎপাদন বাড়ানোর কৌশল নয়; বরং দেশের পুষ্টি নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন, আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পায়নের সমন্বিত রূপরেখা তুলে ধরছে।

গত ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত জাতীয় কর্মশালায় মহাপরিকল্পনার খসড়া উপস্থাপন করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) যৌথভাবে এই কর্মশালার আয়োজন করে।

এই পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কৃষিকে ১৩টি সুনির্দিষ্ট খাতে ভাগ করে গভীর সমীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পুষ্টি নিরাপত্তা, জলবায়ু সহনশীলতা, কৃষি মূল্য সংযোজন, কৃষিপ্রযুক্তি, কৃষিশিক্ষা ও দক্ষতা বাড়ানো, কৃষিবাজার ব্যবস্থাপনা, ভর্তুকি, যান্ত্রিকীকরণ, কোল্ড চেইন, গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিসেস (গ্যাপ), স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি (এসপিএস) কমপ্লায়েন্সসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ খাত।

এ ছাড়া প্রতিটি সুনির্দিষ্ট খাতের জন্য তথ্য বিশ্লেষণ, প্রবণতা মূল্যায়ন এবং ২০৫০ সাল পর্যন্ত চাহিদা-সরবরাহ পূর্বাভাসের ভিত্তিতে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেশের ১৪ কৃষি অঞ্চলে পরামর্শ সভা আয়োজন করা হয়, যাতে কৃষি-প্রাকৃতিক অঞ্চল, চাষাবাদ পদ্ধতি ও বাজার বাস্তবতার প্রতিফলন নিশ্চিত করা যায়। এসব পরামর্শে কৃষকসহ বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে আঞ্চলিক অগ্রাধিকার, বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা চিহ্নিত হয়েছে।

এই পরিকল্পনাকে আবার সাতটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এতে প্রেক্ষাপট ও প্রণয়ন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে কৃষি খাতের বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করা হয়। পাশাপাশি সহায়ক নীতি ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো, ১৩টি থিমেটিক এরিয়ার গবেষণার সমন্বিত ফল, ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিনিয়োগ কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে। এতে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং অভিযোজন নিশ্চিত করতে তদারকি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে কর্মশালায় জানানো হয়।

কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কৃষি উপদেষ্টা লে. জে. (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, এটি বাংলাদেশের কৃষির ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আগামী ২৫ বছরে কৃষির রূপান্তর দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, গ্রামীণ উন্নয়ন ও মানুষের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন শুধু কৃষি খাত নয়, দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ হবে।

কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন, আমাদের লক্ষ্য শুধু তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধান নয়, বরং ২০৫০ সাল পর্যন্ত কৃষি খাতকে কোথায় দেখতে চাই, সেই ভিশন বাস্তবায়ন করা।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মো. মাহমুদুর রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি ২০৫০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের কৃষি রূপান্তরের সামগ্রিক দিকনির্দেশনা ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবু নোমান ফারুক আহম্মেদ তাঁর উপস্থাপনায় জানান, এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কৃষিপণ্যকে বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক করতে উত্তম কৃষিচর্চা (গ্যাপ) ও স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি (এসপিএস) কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

বর্তমানে ২০২৮ সালের মধ্যে তিন লাখ হেক্টর জমিকে উত্তম কৃষিচর্চার আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে কীটনাশকের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ২০৫০ সালের মধ্যে ৭০ শতাংশ জমিতে আইপিএম ও জৈবিক বালাইনাশক ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় মৃত্তিকা জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ানো, লবণাক্ততা ও অম্লত্ব সংশোধন এবং ডিজিটাল সয়েল হেলথ কার্ড চালুর কথাও বলা হয়।

কৃষি ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ড. মোহাম্মদ কামরুজ্জামান মিলন তাঁর প্রবন্ধে বলেন, গত চার দশকে দেশে তাপমাত্রা গড়ে প্রতি দশকে প্রায় ০ দশমিক ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস হারে বেড়েছে। ভবিষ্যতে দিন ও রাতের তাপমাত্রা আরও বাড়বে, বিশেষ করে গরম রাতের সংখ্যা বৃদ্ধি ফসল ফলনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। অভিযোজন ব্যবস্থা না নিলে ধানের ফলন ১৫ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। বৃষ্টি অনিয়মিত হবে, বন্যা ও খরার ঝুঁকি বাড়বে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা আরও বিস্তৃত হবে।

অধ্যাপক ড. মো. মঞ্জুরুল আলম তাঁর উপস্থাপনায় জানান, ২০৫০ সালে হেক্টরপ্রতি কৃষিশক্তি প্রাপ্যতা ৫ দশমিক ১৯ কিলোওয়াটে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যেখানে বর্তমানে এটি ৩ দশমিক ২৪ কিলোওয়াট/হেক্টর। এই লক্ষ্য অর্জনে আগামী ২৫ বছরে প্রায় ৪৪ হাজার মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে।

দেশে ৩৯৩টি কোল্ডস্টোরেজ থাকলেও এর অধিকাংশই আলু সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। ২৫ বছরের মহাপরিকল্পনায় ফল ও সবজির জন্য কৃষককেন্দ্রিক সমন্বিত কোল্ড চেইন ও লজিস্টিক অবকাঠামো গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়, যাতে পণ্যের অপচয় কমে এবং কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হয়।

কৃষি অর্থনীতিবিদ ড. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, দীর্ঘমেয়াদি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে কৃষি খাতের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাস, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিতকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বাড়বে।

কর্মশালায় পরিকল্পনা কমিশন, এফএও, ইউএনডিপি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, কূটনীতিক, গবেষক, উদ্যোক্তা, কৃষক প্রতিনিধি ও গণমাধ্যমকর্মীরা অংশ নেন। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরেন।

সংকলিত: দৈনিক সমকাল

২৯ জানুয়ারি ২০২৬

মুরাদনগরে বিএডিসি'র সানসাইন আলুর বাম্পার ফলন

কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার চাপিতলা গ্রামের একটি আলু খেত

মুরাদনগর মাঠজুড়ে সোনালী রোদে চিকচিক করছে নতুন আলু। কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলা বাংগরা বাজার থানার চাপিতলা গ্রামে এখন উৎসবের আমেজ। প্রচলিত জাতের বদলে নতুন জাতের আলু চাষ করে এলাকায় তাক লাগিয়ে দিয়েছেন আদর্শ কৃষক গিয়াস উদ্দিন। বিএডিসি আলু-০১ (সানসাইন) জাতের আবাদে তার এই অভাবনীয় সাফল্য এখন উপজেলার অন্যান্য কৃষকদের জন্য এক নতুন দিশারি। ১ বিঘা জমিতে ৫৮ মণ! কৃষক গিয়াস উদ্দিন জানান, আগে প্রথাগত জাতের আলু চাষ করে ফলন নিয়ে তাকে দুশ্চিন্তায় থাকতে হতো। তবে এবার উপজেলা কৃষি অফিসের পরামর্শে তিনি ১ বিঘা জমিতে নেদারল্যান্ডসের প্রযুক্তি ও বিএডিসি'র উদ্ভাবিত 'সানসাইন' জাতের আলু আবাদ করেন। ফলন কাটার পর দেখা যায়, মাত্র ৩৩ শতক (১ বিঘা) জমি থেকেই তিনি পেয়েছেন ৫৮ মণ আলু।

গিয়াস উদ্দিন বলেন, 'কৃষি অফিস থেকে পাওয়া বীজ ও সঠিক পরামর্শে আমার কপাল খুলেছে। বীজের মান ছিল চমৎকার, আর ফলনও হয়েছে চোখে পড়ার মতো। আগামীতে আমি আরও বড় পরিসরে এই আলু চাষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

সরকারি সহায়তায় সফলতার হাতছানি এই সাফল্য কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং এটি পরিকল্পিত কৃষির ফল। 'কুমিল্লা অঞ্চলের টেকসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প'-এর আওতায় নতুন জাত সম্প্রসারণ প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে গিয়াস উদ্দিনকে পূর্ণ সহযোগিতা করা হয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিস থেকে বিনামূল্যে: উন্নত মানের বীজ ও প্রয়োজনীয় সার, বালাইনাশক এবং আনুষঙ্গিক খরচের জন্য নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

মুরাদনগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা পাভেল খান পাপ্পু জানান, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও নতুন জাতের উচ্চফলনশীল বীজের সুফল কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তাদের মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, 'এ বছর মুরাদনগর উপজেলায় মোট ১৭৬ হেক্টর জমিতে আলুর আবাদ হয়েছে। আমরা কৃষকদের শুধু উপকরণ সহায়তা দিচ্ছি না, বরং মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত পরামর্শ দিয়ে আধুনিক চাষাবাদে উৎসাহিত করছি। সানসাইন জাতের এই ফলন প্রমাণ করে যে সঠিক বীজ ও পরিচর্যা পেলে আমাদের মাটি যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি ফলন দিতে সক্ষম।'

কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, সানসাইন জাতের আলু দেখতে যেমন আকর্ষণীয় ও উজ্জ্বল, তেমনি এটি খেতেও সুস্বাদু। এটি দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করা যায় এবং বাজারে এর চাহিদা ও দাম সাধারণ আলুর চেয়ে বেশি। গিয়াস উদ্দিনের এই সাফল্য দেখে চাপিতলা গ্রামের আরও অনেক কৃষক এখন সানসাইন জাতের আলু চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। কৃষি খাতের এই ইতিবাচক পরিবর্তন মুরাদনগরকে আগামীতে আলু উৎপাদনের অন্যতম হাব হিসেবে গড়ে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বিএডিসি'র নামে নিবন্ধিত জাত সমূহের মধ্যে অন্যতম জাত হলো সানসাইন। সানসাইন জাতটি কৃষকের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত ও জনপ্রিয় হয়েছে।

সংকলিত : দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

নীলফামারীর ডোমার আলুবীজ উৎপাদন খামারে বীজ আলু সংগ্রহ কার্যক্রম

উন্নতমানের বীজ উৎপাদনে বিএডিসি'র সাফল্য

টাঙ্গাইলে মধুপুরে বীজ উৎপাদন খামারে উৎপাদিত ধানবীজ

* ২০২৪-২৫ উৎপাদন বর্ষে বিএডিসি কর্তৃক বিভিন্ন ফসলের প্রায় ১.৪৯৫ লক্ষ মে.টন গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৩-২৪ বর্ষে উৎপাদিত বীজের মধ্যে প্রায় ১.৬১০ লক্ষ মে.টন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে;

* বিএডিসি'র মাধ্যমে ধান (আউশ, আমন ও বোরো), গম, ডাল ও তৈলবীজের বিভিন্ন জাতের প্রতিকূলতা সহিষ্ণু (খরা, লবণাক্ততা, জলমগ্নতা ও তাপসহিষ্ণু) বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে সুলভ মূল্যে সঠিক সময়ে সরবরাহ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে;

* বিএডিসি'র নিজস্ব বীজ উৎপাদন খামারে বিগত ২০২৪-২৫ উৎপাদন মৌসুমে ১৮৭০.৯৬০ মে.টন হাইব্রিড ধানবীজ ও ১.৩০০ মে.টন হাইব্রিড সবজিবীজ উৎপাদন করা হয়েছে;

* টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে মানসম্পন্ন বীজআলুর প্লান্টলেট উৎপাদন কার্যক্রমের আওতায় ২০২৪-২৫ উৎপাদন বর্ষে ১১,৪২,০০০ টি ভাইরাসমুক্ত প্লান্টলেট উৎপাদন করা হয়েছে;

* কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ জার্মপ্লাজম সেন্টার। যেখানে রয়েছে নানা রকম দেশি-বিদেশি ফল ও ঔষধি গাছের সমাহার;

* জীব প্রযুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮ সালে একটি অত্যাধুনিক Central Tissue Culture ও Seed Health Laboratory স্থাপন করা হয়েছে। Seed Health Laboratory তে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ELISA সহ অন্যান্য Serological test, PCR পদ্ধতিতে ব্যাক্টেরিয়াল উইল্ট রোগের Pathogen (Ralstonia solanacearum) সনাক্তকরণ এবং নিজস্ব কৌলিক সম্পদের DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

* নিয়ন্ত্রিত গ্রিন হাউজের সহায়তায় ক্রসিং এর মাধ্যমে আলুর নতুন জাত উদ্ভাবনের সুবিধা তৈরি হয়েছে। বেগুন, টমেটো ও মিষ্টিকুমড়াসহ অন্যান্য কয়েকটি ফসলের হাইব্রিড লাইন তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। গ্রিন হাউসের সহায়তায় Heat Tolerant চেরী টমেটোর জাত প্রবর্তনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে;

* Hydroponic/Aquaponic প্রযুক্তি, পলিটানেলের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি উৎপাদন প্রযুক্তি, PEN (Pest Exclusion Net), Clybio প্রযুক্তির মাধ্যমে সবজি ফসলের Fungal ও Bacterial রোগ নির্মূল করা, ন্যানো টেকনোলজি (ICC-Ionic Cupric Copper) ব্যবহার করে সবজি ফসলের রোগ-বালাই দমন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

বিএডিসি'র মাধ্যমে গত ৫ বছরে বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের পরিমাণ

বিএডিসি মোট ০৮টি ফসলের বীজ উৎপাদন করে থাকে। ফসলগুলো হলো ধান, গম, ভুট্টা, পাট, ডাল, তৈল, সবজী, আলু ইত্যাদি। জাতীয় কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদার বিপরীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সীড প্রোমশন কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

গত ২০২০-২১ অর্থ বছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থ বছর পর্যন্ত ৫ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে উৎপাদিত ও কৃষক পর্যায়ে সরবরাহকৃত বীজের পরিমাণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

উৎপাদন বর্ষ	উৎপাদিত বীজের পরিমাণ (মে. টন)	সরবরাহ (মে. টন)
২০২০-২১	১৪৯০৭৫	১৩৭৫৪১
২০২১-২২	১৪৮৯৪১	১৪৯১৮৫
২০২২-২৩	১৬৪২৫২	১৪৮৯৪১
২০২৩-২৪	১৬১৩৪৮	১৬৩৬৪০
২০২৪-২৫	১৪৯৪৭৮	১৫৫৯০৭

বদলে যাচ্ছে সেচব্যবস্থা

বৃষ্টির মতো জমিতে পানি ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে

দেশে প্রথমবার আধুনিক সেচব্যবস্থা সেন্টার পিভোট ইরিগেশন সিস্টেমের পরীক্ষামূলক ব্যবহার। নাটোরের বড়াইগ্রামের ভবানীপুরে নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের ইক্ষু খামারে

দেশের মধ্যে নাটোরের বড়াইগ্রামে প্রথমবারের মতো আধুনিক সেচ ব্যবস্থা সেন্টার পিভোট ইরিগেশন সিস্টেমের সফল যাত্রা শুরু হয়েছে। যুগ যুগ ধরে মাটির নিচ থেকে পাইপের মাধ্যমে জমিতে পানি সেচ দেওয়া হয়। কিন্তু এবার আধুনিক এ পদ্ধতিতে পাইপের সঙ্গে যুক্ত স্প্রিংকলারের মাধ্যমে উপর থেকে বৃষ্টির মতো সেচ দেওয়া হবে। অস্ট্রিয়ার কারিগরি সহায়তায় ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) পানাসি প্রকল্পের আর্থিক সহযোগিতায় বড়াইগ্রামের ভবানীপুরে নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের ইক্ষু খামারে বাস্তবায়ন হচ্ছে অত্যাধুনিক এ সেচ প্রকল্প। পরীক্ষামূলক সেচ প্রদান শেষে ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে খামার কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকল্পটি হস্তান্তর করা হবে। ২ জানুয়ারি নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের আওতাভুক্ত ভবানীপুর ও মুলাডুলি কৃষি খামারে এ পদ্ধতি স্থাপন কাজ শুরু হয়। পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দুটি প্রকল্পে তিন কোটি ৯৮ লাখ ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে অস্ট্রিয়ার বায়ার কোম্পানির সহযোগিতায় এ পাইলট প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান শেরপা পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প দুটি বাস্তবায়নে কাজ করছে। প্রকল্পটিতে চীনের জ্যাক ও ভিয়েতনামের খোয়া নামে দুজন বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিগত তত্ত্বাবধান ও প্রশিক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন। প্রকল্প দুটির মধ্যে বড়াইগ্রামে ইতোমধ্যে কাজ শেষ হলেও ঈশ্বরদীর মুলাডুলি ইক্ষু খামারে কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রযুক্তিতে একটি প্রকল্পে একসঙ্গে ১২৫ একর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হবে। বড় আকারের কৃষিজমিকে কম সময় ও কম পানি ব্যবহার করে সেচ দেওয়ার এ আধুনিক ব্যবস্থা দেশের কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. সজীব আল মারুফ বলেন, সুগার মিলের কৃষি খামারে আধুনিক সেচব্যবস্থা স্থাপন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে একসঙ্গে অনেক জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হবে। সনাতন পদ্ধতিতে কৃষকরা মাঠে যে গভীর ও অগভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ দেন, তাতে জমির প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পানি দেওয়া হয়। এতে পানির অপচয় হয়। তিনি বলেন, আধুনিক সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেচ দিলে কম খরচে স্বল্প সময়ে একসঙ্গে অনেক জমিতে পানি দেওয়া সম্ভব। এতে পানির অপচয়ও কম হবে। সারা বছর পানি পাওয়া যাবে। এটি কৃষিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) নাটোরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সাজ্জাদ হোসেন বলেন, দেশে প্রথম নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের আওতাধীন বড়াইগ্রামের ভবানীপুর কৃষি খামারে সেন্টার পিভোট ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এখানে এক কোটি ৯৮ লাখ পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন হয়েছে। পানি সাশ্রয়ী সবচেয়ে আধুনিক সেচ প্রযুক্তি এটি। এ পদ্ধতিতে কৃষক খুব অল্প খরচে সেচ সুবিধা পাবেন।

বিএডিসি'র পাবনা রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ জানান, এ পদ্ধতিতে চাকার সাহায্যে বৃত্তাকারে জমিতে ঘুরে ঘুরে বৃষ্টির ফোঁটার মতো পানি সেচ দেওয়া হবে। এ সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে উঁচু-নিচু জমিতে সমানভাবে পানি সরবরাহ করা যায়। ফলে ফসল উৎপাদন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে।

নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের ভবানীপুর খামারের ইনচার্জ মাহাবুব-উল ইসলাম বলেন, এ খামারে মোট ৭০১ একর জমি রয়েছে। তার মধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ১২৫ একর জমিতে সেচ দেওয়া হবে। আগে যেখানে সেচ দিতে দুদিন লাগত সেখানে এ পদ্ধতিতে কয়েক ঘণ্টায় কাজ শেষ করা যাবে। ফলে আগে প্রতি একরে গড়ে দুজন করে ১২৫ একর জমিতে ২৫০ জন শ্রমিক দিয়ে ৬০ থেকে ৬২ দিনে পানি সেচ দিতে হতো। বর্তমানে এ পদ্ধতিতে মাত্র ৬০ জন অপারেটর দিয়ে পাঁচ থেকে ছয় দিনে সমপরিমাণ জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব।

নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের জিএম (কৃষি) বাকী বিল্লাহ বলেন, প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় এ পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া অনেক সাশ্রয়ী। এতে খামারের প্রায় ২০ একর পতিত জমি ফসলি জমিতে রূপান্তর হবে। এছাড়া সুগার মিলে বর্তমান আখের উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে একর প্রতি ১৫-১৭ টন। এ ধরনের উন্নত প্রযুক্তির সেচ পদ্ধতি চালু হলে ৩০-৩৫ টন আখ উৎপাদন সম্ভব হবে।

নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদ হোসেন ভূঁইয়া বলেন, দেশে প্রথমবারের মতো এ আধুনিক সেচ ব্যবস্থা আমাদের খামারে স্থাপন হচ্ছে। এটা শুধু মিলের জন্য নয়, এ অঞ্চলের কৃষির জন্যও বড় অর্জন ও সুসংবাদ। এ সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে সময়, শ্রম ও পানির সাশ্রয় হবে।

সংকলিত : দৈনিক যুগান্তর

১৫ জানুয়ারি ২০২৬

দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে বিএডিসি কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে

বাংলাদেশ মূলত একটি কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি এ দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। এখনো দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হলো কৃষি। অন্যদিকে পরোক্ষভাবেও কৃষির সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে দেশের প্রত্যেকটি মানুষের। সে বিবেচনায় কৃষি ছাড়া সামগ্রিক উন্নয়ন কখনই সম্ভবপর নয়।

কৃষিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দেশের কৃষি ব্যবস্থাপনার আমূল পরিবর্তন আনয়ন করার জন্য ১৯৬১ সালে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশ (বিএডিসি) এর যাত্রা শুরু হয়। উদ্দেশ্য ছিলো কৃষির অত্যাবশকীয় উপকরণ যেমন: বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজ, সুষম সার এবং ভূ-গর্ভস্থ এবং ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধাদি কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। এ কাজটি কৃষি মন্ত্রণালয়েরে তত্ত্বাবধানে বিএডিসি কার্যকরভাবে সম্পাদন করে যাচ্ছে। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে বিএডিসি হয়ে উঠেছে অন্যতম একটি নিবেদিত সংস্থা।

দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে বিএডিসি'র ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৬০ এর দশকে মাত্র ১,৫৫৫টি শক্তিচালিত পাম্পের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহারের লক্ষ্যে দেশে আধুনিক ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। ১৯৬৭-৬৮ সালে ১০২টি গভীর নলকূপ এবং ১৯৭৩-৭৪ সালে ১৯৯৮টি অগভীর নলকূপ স্থাপন করে ভূ-গর্ভস্থ এবং ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার শুরু হয়। এরপর হতে কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সেচ কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্নভাবে চলমান রয়েছে। বিএডিসি'র মাধ্যমে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কার্যক্রমের মাধ্যমে সারা দেশে ২০২৪-২৫ সেচ মৌসুমে ৫.৬৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে দুই ধরণের সেচ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। সেচ মৌসুমে ক্ষুদ্রসেচের মাধ্যমে ৯৫% এবং বৃহৎ সেচের মাধ্যমে ৫% জমিতে সেচ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে ২৭.৯৩% এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির সাহায্যে ৭২.০৭% জমিতে সেচ সুবিধাদি প্রদান করা হচ্ছে।

বিভিন্ন ধরনের সেচ সুবিধাদির মাধ্যমে বিএডিসি'র এ সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো: খাল নালা পুনঃখনন, ভূ-গর্ভস্থ এবং ভূ-উপরিস্থ সেচনালা ও ব্যারিড পাইপ নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো, ফসল রক্ষা বাঁধ, ঝিরি বাঁধ নির্মাণ, বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন ও পুনর্বাসন, সৌর শক্তি চালিত সেচ পাম্প, ডাগওয়েল স্থাপন, রাবার ড্যাম নির্মাণ ইত্যাদি। বিভিন্ন চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিএডিসি সারা দেশে এ সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। গত এক দশকে প্রায় ১৩,৬৬৫ কি.মি. খাল নালা পুন:খনন, ১৪,৬৩৭ কি.মি. ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ৩,৬১০ কি.মি. ভূ-উপরিস্থ সেচ নালা নির্মাণ, ৩২১ কি.মি. ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, প্রায় ১৪,০০০ সংখ্যক গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন ও পুনর্বাসন, ৯,৬৫১টি শক্তি চালিত/ভাসমান পাম্প ক্ষেত্রায়ণ, ১,৩৩৭টি ডাগওয়েল স্থাপন, ১৪টি রাবার ড্যাম ও একটি হাইড্রেলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ, ৩৬টি নিরাপদ ফুল ও সবজি উৎপাদনে পলিশেড নির্মাণসহ অন্যান্য কার্যক্রম। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পরীবেক্ষণের লক্ষ্যে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন উপজেলায় ৪৬০টি অটোমেটিক ওয়াটার লেভেল ডাটা লগার স্থাপনপূর্বক পানির টেকসই ব্যবহার এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য গ্রাউন্ড ওয়াটার জোনিং ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।

দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচের পানির অপচয় রোধ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও সেচ খরচ হ্রাসের লক্ষ্যে বিএডিসি কাজ করে আসছে। ভূ-গর্ভস্থ পানির সীমাহীন উত্তোলন নিরুৎসাহিতকরণ, ভূগর্ভে পানির পুনর্ভরণ এর ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কৃষিকাজে 'ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১৮' অনুমোদিত হয়। বিএডিসি'র সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আরো টেকসইপূর্বক সরকার ঘোষিত বিভিন্ন পরিকল্পনা যেমন: এসডিজি এবং শতবর্ষী ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনমূখী কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টি চলমান রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সেচ দক্ষতা ৩৮%-৪০% এ উন্নীতককরণ, সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার ৩০% এ উন্নীতকরণ এবং একইসঙ্গে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার ৭০% এ হ্রাসকরণে বিএডিসি বদ্ধপরিকর।

দেশে আবাদী জমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য বাড়ছে উৎপাদন চাহিদা। ফলে বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্যচাহিদা পূরণে আব্যশক টেকসই ও লাভজনক কৃষিব্যবস্থা। এক্ষেত্রে অন্যতম নিয়ামক হলো নিরাপদ ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা। আর সেজন্য বিএডিসি'র সেচ উইং সারাদেশের কৃষকের নিকট সেচ সুবিধাদি যথাসময়ে কার্যকরভাবে পৌঁছে দিয়ে কৃষি ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ওতপ্রোতভাবে। দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষককের নিকট সেচ সুবিধা প্রদানে বিএডিসি'র ভূমিকা অনন্য ও অনবদ্য।

বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন আশুগঞ্জ-পলাশ সবুজ প্রকল্প অনুমোদন

ঢাকার অদূরে আশুগঞ্জ-পলাশ এলাকার সেচব্যবস্থা টানা পাঁচ বছর বন্ধ থাকার পর আবার চালু করা হচ্ছে। এর ফলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নরসিংদী জেলার সাতটি উপজেলার বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে সেচ সুবিধা ফিরবে এবং বর্তমান উৎপাদনের তুলনায় অতিরিক্ত প্রায় ১ লাখ ৫ হাজার টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের সুযোগ তৈরি হবে। এই সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই সরকার পরিকল্পনাটি হাতে নিয়েছে। এর মাধ্যমে সার্বিকভাবে দেশের খাদ্যশস্যের ঘাটতি কমিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পরিকল্পনা কমিশন সূত্র।

সূত্রমতে, 'আশুগঞ্জ-পলাশ সবুজ প্রকল্প' নামে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) উদ্যোগে বাস্তকবায়নাধীন এই প্রকল্পটি ইতোমধ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে। এতে মোট ব্যয় হবে ৪৭০ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। সরকারি অর্থায়নের এই প্রকল্পে মেয়াদ চলতি বছরের থেকে শুরু হয়েছে, যা শেষ হবে ২০২৯ সালের জুনে।

তবে এই প্রকল্পে বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে সেচের পানি সরবরাহ করা হবে ভিন্ন এক পদ্ধতিতে। গভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে নয়, বরং আশুগঞ্জ ও ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কুলিং কাজে ব্যবহৃত গরম পানি ঠান্ডা করে তা সেচের কাজে ব্যবহার করা হবে। এ ব্যবস্থায় আশুগঞ্জ কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন ১১০০ কিউসেক এবং ঘোড়াশাল কেন্দ্র থেকে ৮০০ কিউসেক পানি কৃষিজমিতে সরবরাহের পরিকল্পনা রয়েছে। এতে প্রায় ২১ হাজার হেক্টর জমিতে নিয়মিত সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

কৃষি অর্থনীতিবিদরা বলছেন, সফলভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা গেলে তা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারে সহায়ক হবে। এ বিষয়ে কৃষি অর্থনীতিবিদ ড. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, 'বিদ্যুৎকেন্দ্রের ব্যবহৃত পানি পুনঃব্যবহার করে সেচ দেওয়া পরিবেশবান্ধব ও ব্যয়-সাশ্রয়ী উদ্যোগ। তবে এর জন্য পরিবেশগত ঝুঁকি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি।'

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের কষ্ট লাগব হবে। গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। দারিদ্র্য কমাতে ভূমিকা রাখবে।

এর আগে আশুগঞ্জ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কুলিং রিজার্ভার ভরাট এবং আশুগঞ্জ-সরাইল-আখাউড়া মহাসড়ক চারলেনে উন্নীত করার কাজ করার সময় প্রকল্পের মূল সেচ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে পুরো এলাকায় সেচ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়, যা বোরোসহ অন্যান্য মৌসুমে এলাকার হাজারো কৃষকের চাষাবাদে মারাত্মক সমস্যায় পড়েন। এতে অনেক জমি অনাবাদিও হয়ে পড়ে।

এবার নতুন করে প্রকল্পের আওতায় একটি বড় কুলিং রিজার্ভার, ১৮ কিলোমিটার কংক্রিট ক্যানেল, ৩. ৪ কিলোমিটার ক্লোজড কনডুইট, ১৩টি রেগুলেটর, সাইফুন, রিটেইনিং ওয়ালসহ বিভিন্ন জলকাঠামো নির্মাণ হবে। এ ছাড়া ৫৫ কিলোমিটার খাল খনন ও পুনঃখনন, ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন সম্প্রসারণ এবং নতুন এলএলপি স্কিম স্থাপন করা হবে। এতে আধুনিক ও টেকসই সেচব্যবস্থা গড়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এদিকে প্রকল্প এলাকায় আধুনিক সেচ ব্যবস্থার কথা বলা হলেও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কুলিং কাজে ব্যবহৃত গরম পানি ঠান্ডা করে ব্যবহারের কারণে পরিবেশগত মূল্যায়নের বিষয়টি সতর্ক দৃষ্টি রাখছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এই নিয়ে একনেক সভায় প্রকল্পটি উপস্থাপনের সময় পরিবেশগত প্রভাব যাচাইয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বাড়ানো এবং ছাড়পত্র প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিতের বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে শুধু সেচ সুবিধাই নয়, স্থানীয় কৃষকদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হবে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার কৃষক সাজ্জাদুল ইসলাম বলেন, সেচ বন্ধ থাকায় অনেক বছর ধরে ঠিকমতো চাষ করতে পারছি না। প্রকল্পটা হলে আবার আগের মতো ফলন পাব বলে আশা করছি।

সংকলিত: দৈনিক আজকের পত্রিকা
২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির মাধ্যমে রাশিয়া থেকে উপহার হিসেবে ৩০,০০০ মে. টন সার পেল বাংলাদেশ

গত ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে রাশিয়া ফেডারেশন বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (World Food Programme–WFP) আওতায় বাংলাদেশকে উপহার হিসেবে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) মেট্রিক টন পটাশ সার হস্তান্তর করেছে।

এ উপলক্ষ্যে রাজধানীর খামারবাড়িস্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়া ফেডারেশনের রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার জি খোজিন, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ ওসমান ভুইয়াসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিনিধি/কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান।

রাশিয়ার শীর্ষস্থানীয় সার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান উরালচেম (Uralchem) বাংলাদেশকে এই ৩০,০০০ মেট্রিক টন এমওপি (MOP) পটাশ সার উপহার হিসেবে প্রদান করে।

আনুষ্ঠানিকভাবে সার হস্তান্তর এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি মাননীয় উপদেষ্টার কাছে হস্তান্তর করা হয়। উল্লেখ্য, উক্ত অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা উইংয়ের কর্মকর্তাগণসহ বিভিন্ন উইংয়ের প্রতিনিধিগণও উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি উপদেষ্টা বলেন, "বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে খাদ্য ও সার সরবরাহ একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব, অস্থিতিশীল আন্তর্জাতিক বাজার এবং বৈশ্বিক বিভিন্ন সংকট কৃষি খাতে অনুভূত হচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আজকের এই উদ্যোগ গঠনমূলক বৈশ্বিক সহযোগিতার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

কলাপাড়ায় মরা ভরাট খাল পুনঃখনন

৪০ বছর পর সচল পানির প্রবাহ

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় চাকামইয়া ইউনিয়নের আনিপাড়ার খালের পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন ভরাট হওয়া মরা খালে সচল হয়েছে পানির প্রবাহ। আশপাশের কৃষকরা এতে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। গত ২২ ডিসেম্বর সোমবার দুপুরে প্রায় দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ এই খালের পুনঃখনন কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কলাপাড়ার ইউএনও কাউছার হামিদ। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বাস্তবায়িত স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রোজেক্ট (এসএসিপি) প্রকল্পের আওতায় এই খালটি পুনঃখনন করা হয়েছে।

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় চাকামইয়া ইউনিয়নের আনিপাড়ার খালের পুনঃখনন

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোহাম্মদ আরাফাত হোসেন জানান, আনিপাড়া খাল পুনঃখননের ফলে এই এলাকার কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে, জলাবদ্ধতা নিরসন হবে এবং কৃষি উৎপাদন বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এতে করে স্থানীয় কৃষকরা সরাসরি উপকৃত হবেন এবং কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। অন্তত তিনশ' একর কৃষি জমি তিন ফসলিতে রূপান্তরের সুযোগ পাবেন অন্তত ৪০০ কৃষক পরিবার। পরোক্ষভাবেও আশপাশের কৃষকের মিঠা পানি ব্যবহারের সুযোগ হয়েছে। রবিশস্য আবাদের পাশাপাশি বোরোর আবাদ করতে পারবেন কৃষক। পটুয়াখালী বিএডিসির সেচ বিভাগ খালের পুনঃখনন কাজটি সম্পন্ন করে । কলাপাড়া উপজেলা প্রশাসন এতে সহযোগিতা করেছে।

চাকামইয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা স্থপতি ইয়াকুব খান জানান, অন্তত চার দশক ধরে তার ৬ এলাকায় কোনো মরা কিংবা ভরাট খাল পুনঃখনন করা হয়নি। খালটিতে এখন পানির প্রবাহ সচল হয়েছে। এখন আশপাশের কয়েকশ' কৃষক বোরো ধানের পাশাপাশি সবজির চাষাবাদ করার সুযোগ পাবেন। তিনি পর্যায়ক্রমে সকল খাল পুনঃখনন করে পানির প্রবাহ সচল করার দাবি জানান।

কলাপাড়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়াসীন সাদেক জানান, মরা, ভরাট হয়ে যাওয়া এসব খাল উদ্ধার করে কৃষকের স্বার্থে কৃষি কাজের ব্যবহার উপযোগী করার চেষ্টা চলছে।

কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাউছার হামিদ জানান, কৃষককে মিঠা পানির আধার তৈরির জন্য খাল পুনঃখননের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নীলগঞ্জের কুমিরমারা এলাকায় আরও একটি মরা খাল পুনঃখননের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংকলিত : দৈনিক জনকণ্ঠ
২৬ জানুয়ারি ২০২৬

আগামী দুই মাসের কৃষি

চৈত্র মাসে কৃষিতে করণীয়:

ধান: সময়মত যারা বোরো ধানের চারা রোপণ করেছেন তারা ইতোমধ্যেই ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ শেষ করেছেন আশা করি। আর যারা শীতের কারণে দেরিতে চারা রোপন করেছেন তাদের জমিতে চারা রোপণের বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের শেষমাত্রা উপরিপ্রয়োগ করে ফেলুন। ধানের জমিতে পাতা মোড়ানো, মাজরা পোকাসহ অন্যান্য পোকা এবং রোগের আক্রমন দেখা দিতে পারে। এ ব্যাপারে সচেতন থাকুন, স্থানীয় বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ চাষীর পরামর্শ নিন। নীচু এলাকার জন্য বোনা আউশ বা বোনা আমন বীজ এখনই বপন করতে হবে।

গম: পাকা গম কাটা না হয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি কেটে মাড়াই, ঝাড়াই করে ভালভাবে শুকিয়ে নিন। লাগসই পদ্ধতি অবলম্বন করে বীজ সংরক্ষণ করুন।

ভুট্টা: পাকা ভুট্টা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এ মাসেও চলতে পারে। ভুট্টার গাছ মাঠ থেকে তুলে ভালভাবে শুকিয়ে উন্মুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করুন। বন্যামুক্ত এলাকায় গ্রীষ্মকালীন ভুট্টার চাষ এখনই শুরু করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। হেক্টর প্রতি সারের প্রয়োজন হবে ইউরিয়া ৯০ কেজি, টিএসপি ৫৫ কেজি, এমওপি ৩০ কেজি, জিপসাম ৪০ কেজি, জিংক সালফেট ৪ কেজি। রবি ভুট্টার মতই গ্রীষ্মকালীন ভুট্টা আবাদ করতে হবে।

পাট: যারা পাট চাষ করবেন তাদের জমি এখনও প্রস্তুত না হয়ে থাকলে মৌসুমের প্রথম বৃষ্টিপাতের পরপরই আড়াআড়ি ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করে নিন। জমিতে ৩-৪ টন গোবর প্রয়োগ করতে পারলে রাসায়নিক সারের পরিমাণ কম লাগে। যদি গোবর বা অন্যান্য আবর্জনা সারের যোগান নিশ্চিত করা না যায় তাহলে হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি টিএসপি, ৯০ কেজি এমওপি, ৪৫ কেজি জিপসাম ও ১০ কেজি জিংক সালফেট দিতে হবে। বীজ বপন করার আগে বীজ শোধন করা জরুরী। এক কেজি বীজে ৩.০ গ্রাম ভিটাভেক্স বা প্রোভেক্স বীজের সাথে মিশিয়ে শোধন করতে হবে। ছত্রাকনাশকের অভাবে বাটা রসুন (১৫০ গ্রাম) এক কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে শুকিয়ে বপন করতে হবে। ছিটিয়ে বুনলে হেক্টর প্রতি ৮-১০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ৫-৭ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। চাষি ভাই একই জমিতে পাটের পর আমন চাষ করতে চাইলে তাড়াতাড়ি পাটের বীজ বপন করুন।

গ্রীষ্মকালীন শাকসবজী: এখনই গ্রীষ্মকালীন শাকসবজীর বীজ রোপন করতে চাইলে জমি তৈরি, মাদা তৈরিসহ প্রাথমিক সার প্রয়োগ এখনই করতে হবে। গ্রীষ্মকালীন শাকসবজীর আগাম নাবি জাত আছে। সুতরাং প্রয়োজন মোতাবেক জাত নির্বাচন করতে হবে।

বৈশাখ মাসে কৃষিতে করণীয় : মাঠে বোরো ধানের এখন বাড়ন্ত পর্যায়। থোড় আসা শুরু হলে জমিতে পানির পরিমাণ দ্বিগুন বাড়াতে হবে। ধানের দানা শক্ত হলে জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে। এ সময়ে বোরো ধানে মাজরা পোকা, বাদামী ঘাস ফড়িং, সবুজ পাতা ফড়িং, গান্ধি পোকা, লেদা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, ছাতরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ হতে পারে। তাছাড়া বাদামী দাগ রোগ, ব্লাস্ট রোগসহ অন্যান্য আক্রমণ যথাযথভাবে প্রতিহত করতে না পারলে অনেক লোকসান হয়ে যাবে। বালাইদমনে সমন্বিত কৌশল অবলম্বন করতে হবে। সার ব্যাবস্থাপনা, আন্তপরিচর্যা, আন্তফসল চাষ, মিশ্র চাষ, আলোর ফাঁদ, জৈবদমনসহ লাগসই প্রযুক্তি অবলম্বন করে ফসল রক্ষা করতে হবে। এরপরও যদি আক্রমণের তীব্রতা থেকে যায়, নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহলে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক যথাসময়ে ফসলে প্রয়োগ করতে হবে। বোনা আউশ এবং বোনা আমনের জমিতে আগাছা পরিস্কার, প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ, বালাই ব্যাবস্থাপনাসহ অন্যান্য পরিচর্যা যথাসময়ে নিশ্চিত করতে হবে।

পাট: বৈশাখ মাস তোষা পাটের বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। ও-৪ বা ফাল্গুনী তোষা ভালজাত। দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটিতে তোষা পাট ভাল হয়। বীজ বপণের আগে বীজ শোধন করে নিতে হবে। আগে বোনা পাটের জমিতে আগাছা পরিস্কার, ঘন চারা তুলে পাতলা করা, সেচ এসব কার্যক্রমও যথাযথভাবে করতে হবে। এ সময়ে পাটের জমিতে উড়চুঙ্গা ও চেলা পোকার আক্রমণ হতে পারে। সেচ দিয়ে কিংবা মাটির উপযোগী কীটনাশক দিয়ে উড়চুঙ্গা দমন করুন। চেলা পোকার আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে নিতে হবে এবং জমি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পোকা ছাড়াও পাটের জমিতে কান্ড পঁচা, শিকর গিট, হলদে সবুজ পাতা এসব রোগ দেখা দিতে পারে। নিড়ানী আক্রান্ত গাছ বাছাই, বালাইনাশকের যৌক্তিক ব্যবহার করলে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

ডাল-তৈল: এ সময় খরিফ-২ এ বোনা মুগ ফসলে ফুল ফোটে। অতি খরায় ও তাপমাত্রায় ফুল ঝরে যায় বলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বৈশাখের মধ্যেই বাদাম, সয়াবিনও ফেলন ফসল পরিপক্ক হয়ে যায়। পরিপক্ক ফসল মাঠে না রেখে দ্রুত সংগ্রহ করে ফেলুন। সংগৃহীত ফসল জাঁপ দিয়ে না রেখে মাড়াই করে খুব ভাল করে শুকিয়ে বায়ুবদ্ধ সংরক্ষণ করুণ।

গ্রীষ্মকালীন শাক সবজি : এখন থেকেই গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি আবাদ শুরু করতে পারেন। শাক জাতীয় ফসল বুদ্ধি খাটিয়ে আবাদ করলে এক মৌসুমে একাধিকবার করা যায়। চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দল, শসা, করল্লাসহ অন্যান্য সবজির জন্য মাদা তৈরি করতে হবে। ১ হাত দৈর্ঘ্য এবং ১ হাত চওড়া মাদা তৈরি করে মাদা প্রতি পরিমাণমত জৈব সার/গোবর, ১০০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম এমওপি, ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে ৫/৭ দিন রেখে দিতে হবে। এরপর ২৪ ঘন্টা ভেজানো মানসম্মত সবজি বীজ মাদা প্রতি ৩/৫ টি রোপণ করতে হবে। আগে তৈরিকৃত চারা থাকলে ৩০/৩৫ দিনের সুস্থ সবল চারাও রোপণ করতে পারেন।

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার কৃষ্ণপুর ইউনিয়নে বাসুদেবপুর সৌরশক্তি চালিত লো লিফট পাম্পের মাধ্যমে সেচকৃত ভুট্টাক্ষেত পরিদর্শন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এডিপি সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে নিয়োগ ও কল্যাণ বিভাগ আয়োজিত অফিস ব্যবস্থাপনা, নথি ব্যবস্থাপনা, সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ ও সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম

বিএডিসি'র নবযোগদানকৃত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলামকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন সংস্থার সদস্য পরিচালকবৃন্দসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত স্কেল ভেটিংয়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে অডিট বিভাগ আয়োজিত অডিট আপত্তি পর্যালোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম

বিএডিসি'র প্রধান প্রধান কার্যক্রমের চিত্র

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ইমেল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন , ১১২/২ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।